তথ্য প্রযুক্তিতে সেরা ১০

তথ্য প্রযুক্তি অঙ্গনে ২০০৪ সালে ঘটে যাওয়া শীর্ষদশটি ঘটন-অঘটন নিয়ে লিখেছেন **জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল**

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে অনলাইনে শেয়ার লেনদেন শুরু

গত ৩১ মে থেকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে অনলাইনে শেয়ার লেনদেন শুরু হয়েছে। এর ফলে এখন বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে অনলাইনে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে শেয়ার লেনদেন করা যাবে। এজন্য সিএসই কয়েকজন অনলাইন ব্রোকার নিয়োগ করেছে। সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীকে তাদের অনলাইন ব্রোকারের কাছে একাউন্ট খুলতে হবে। ওই একাউন্টের বিপরীতে বিনিয়োগকারীকে একটি পাসওয়ার্ড বা গোপনীয় সংকেত দেয়া হবে। যার মাধ্যমে অনলাইনে ঢুকে শেয়ার লেনদেন করা যাবে। শেয়ার বাজারের এই আধুনিকীকরণ এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন হওয়ায় '৯৬ সালের মতো আর কোনো দুর্যোগ ঘটার সুযোগ নেই।

অনলাইনে রেজাল্ট প্রকাশ

দেশে প্রথমবারের মতো এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা দুটির ফলাফল অনলাইনে প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ কেন্দ্রের পাশাপাশি www.educationboard.org.bd সাইট থেকে ফলাফল সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি দেশের তিনটি মোবাইল ফোন সেবাদাতা গ্রামীণফোন, সিটিসেল ও একটেল এসএমএস ব্যবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে। এতে ফলাফল সংগ্রহের বাড়তি ঝক্কি-ঝামেলা থেকে রেহাই পায় সাধারণ মানুষ।

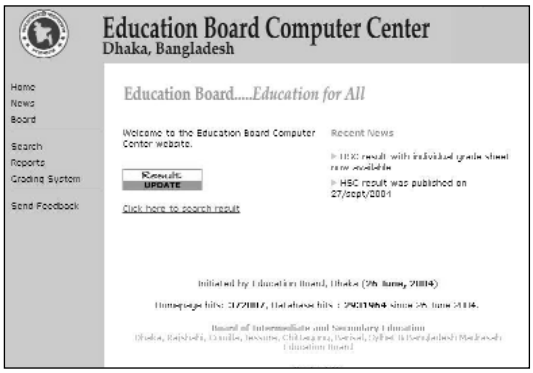

বাংলাদেশে মাইক্রোসফটের কার্যক্রম শুরু

দীর্ঘ অপেক্ষার পালা শেষ করে সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করেছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সফটওয়্যার কোম্পানি মাইক্রোসফট কর্পোরেশন। মাইক্রোসফটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান। মাইক্রোসফট বাংলাদেশে মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর কাজ করবে। এগুলো হলো শিক্ষা, তথ্য প্রযুক্তি এবং ই-গভর্নেন্স। সরকারী ও বেসরকারী কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে কিভাবে কাজ করা যায় সে বিষয়ে তাঁরা অগ্রাধিকার দেবেন। কারিকুলাম থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীরা কিভাবে উপকৃত হবে তার ওপর জোর দেয়া হবে। এছাড়াও সফটওয়্যারে কপিরাইট আইন বাস্তবায়নে মাইক্রোসফট কাজ করবে। এতদিন ইন্ডিয়া অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিলারদের দিয়ে মাইক্রোসফটের কাজ হতো। এখন সরাসরি মাইক্রোসফট কাজ করবে। প্রসঙ্গত এই অফিসটিই হবে বাংলাদেশে মাইক্রোসফটের প্রথম অফিস। রাজধানীর গুলশানের আর এম সেন্টারে (১০১ গুলশান এ্যাভিনিউ) খোলা হয়েছে অফিসটি।

মেলা মেলা মেলা

তথ্যপ্রযুক্তিতে ২০০৪ ছিল মেলার বছর। বছর জুড়ে একাধিক বিষয়ে একাধিক মেলায় প্রাণবন্ত ছিল ঢাকা। গ্রামীণ ফোনের উদ্যোগে দুইটি মোবাইল মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি ঢাকার সোনার গাঁও হোটেল এবং পরেরটি চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত হয়। দুই মেলার চিত্রই ছিল এক- মোবাইল সেট এবং অগুনতি সিম বিক্রি। অভিযোগ আছে ধারণক্ষমতার বেশি সিম বিক্রির পরে তার অধিকাংশে কানেকশন এবং সার্ভিস দিতে ব্যর্থ

হয় গ্রামীণফোন।

দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয় ইন্টারনেট মেলা। ৬৫টি ইন্টারনেট সার্ভিস দাতা প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করে।

নবেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় সফটওয়্যার মেলা। দেশীয় প্রোগ্রামারদের তৈরি আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন সফটওয়্যার মুগ্ধ করে আগত দর্শকদের। মেলায় ১০ জন তরুণ উদ্যোক্তাকে পুরস্কৃত করা হয়।

এই বছর কম্পিউটার মেলা অনুষ্ঠিত হয় তিনটি। এপ্রিলে এই প্রথম ঢাকার বাইরে বিসিএস কম্পিউটার মেলা আয়োজিত হয় সিলেট শহরে। পাঁচদিন ব্যাপী এই মেলা বেশ উপভোগ করে সিলেটবাসী। নবেম্বরে ঢাকার ভাসানী নভো থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয় বিসিএস কম্পিউটার মেলার ১৫তম আয়োজন। মেলার শ্লোগান ছিল 'Marching to ICT Excellence'। বছরের শেষ দিনে রয়েছে আরেক কম্পিউটার মেলা। কম্পিউটার মার্কেট বিসিএস কম্পিউটার সিটিতে ৪র্থ বারের মত এই মেলা শুরু হতে যাচ্ছে। ৩০ ডিসেম্বর থেকে শুরু এই মেলা চলবে ৭ জানুয়ারি ২০০৫ পর্যন্ত। বছর জুড়ে এই সব মেলা ব্যস্ত নগর জীবনে পরিণত হয়েছে একটু বিনোদনের খোরাক। তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো তৈরিতে কোন উদ্বেগ নেই, শুধুই পণ্য বিক্রি আর ফাঁকা বুলি ভরা সেমিনার ছিল প্রায় প্রতিটি মেলার মূল আকর্ষণ।

মোবাইলে যোগ হয়েছে অনেক সুবিধা শুধু কমেনি কলরেট

মোবাইল সেক্টরে বছর জুড়ে ছিল চমকের পর চমক। এবছর থেকেই মোবাইল থেকে ইমেইল এবং ইন্টারনেট থেকে মোবাইলে এসএমএস করার নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়। মোবাইলে অনলাইন ব্যাংকিং, স্টক এক্সচেঞ্জের স্টক আপডেট জানাসহ রয়েছে অসংখ্য পুশ পুল সার্ভিস। সারা বছর হাতের মুঠোয় এই ছোট্ট যন্ত্রটিতে যোগ হয়েছে অনেক অনেক ফিচার কিন্তু কমেনি মাত্রা ছাড়া কলচার্জ। ফলাফল মিসকল কালচার। এ প্রসঙ্গে কনকর্ড বিমানের কথা বলা যেতে পারে। অনেক অনেক সুবিধাসহ এই বিমান ছিল সুপারসনিক গতির। কিন্তু সার্ভিস রেট অনেক বেশি হওয়ায় আজ দুনিয়ার অনেক দেশেই কনকর্ড বিমান হয়েছে লুপ্ত। চড়া কল চার্জের কারণে এই সব বাড়তি সুবিধার কোনোটিই মোবাইলে তেমন জনপ্রিয় হয়নি। বছর শেষের চমক ছিল বিটিটিবির মোবাইল ফোন। টিএন্ডটি মোবাইল ফোন কবে আসছে এই নিয়ে বেশ কয়েকবছর ধরেই সরকার পক্ষের ভূমিকা ছিল ইশপের সেই রাখাল বালকের মতো। ১৫ এপ্রিল মন্ত্রিসভায় ডিসেম্বর নাগাদ টিএন্ডটির মোবাইল ফোন বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দেয়। অনেকেই আশা করছিলেন টিএন্ডটি ফোন ভেঙে দিবে মোবাইল নিয়ে একচেটিয়া মনোপলি ব্যবসা। কিন্তু ডিসেম্বরে বাজারে পাওয়া যায়নি টিএন্ডটি ফোন, শুধু পাওয়া গেছে এর কলরেট। আশাহত হয়েছে সাধারণ মানুষ।

ই-মেইল সন্ত্রাস ও ইন্টারনেট পর্নোগ্রাফি লুপ্ত

মেইলে হুমকি দিয়ে বেশ বিপাকে পড়েছে দুই তরুণ- পার্থ, খন্দকার হাসান শাহরিয়ার। পরে বিচারে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয় খন্দকার হাসান শাহরিয়ারের। সাপ্তাহিক ২০০০ দেশী পর্নোগ্রাফি সাইট নিয়ে একটি রিপোর্টের পরে বন্ধ হয়ে যায় প্রায় প্রতিটি পর্নো সাইট। ২০০৪ সালটি তাই সাইবার সন্ত্রাসীদের জন্য ভালো ছিল না মোটেই।

পশ্চিমবঙ্গের দখলে আমাদের বাংলা ভাষা

বাংলা পৃথিবীর ৫ম বৃহত্তম ভাষা। কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে সার্কাস চলছিল তা এই বছরেও একটু কমেনি। বাংলায় একটি আদর্শ কিবোর্ড লেআউট এখনো নির্দিষ্ট করা যায়নি। এই বছরে একাধিক ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা কিবোর্ড ইন্টারফেস বাজারে এসেছে। এগুলোর কোনটিই কোনরকম সাড়া তৈরি করতে পারেনি। বাংলা নিয়ে নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে নতুন যুক্ত হয়েছে 'নববাঙলা'। বাংলা লেখার নতুন রীতি। আর এই লড়াইয়ে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা চলে গেছে পশ্চিমবঙ্গের দখলে। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ এক্সপি সার্ভিস প্যাক টুতে যে বাংলা ভাষা যোগ করা হয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষা। আমাদের ভাষার সাথে এর পার্থক্য বিস্তর।

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় সাফল্য

ইন্টারনেটে নিয়মিত অনুষ্ঠিত অনলাইন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় আমাদের মেধাবী তরুণরা বরাবরই মেধার স্বাক্ষর রেখেছে। তবে এবারের সাফল্য কিছুটা ভিন্নরকম। প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার জন্য স্পেনের ভ্যালাদোলিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে বিচারক রয়েছেন পাঁচজন। এর মধ্যে তিনজনই হলেন বাংলাদেশী। এই তিন প্রোগ্রামার হলেন শাহরিয়ার মনজুর, মনিরুল হাসান তমাল ও কামরুজ্জামান।

বিজনাস ডট কমের প্রতারণা

'Bringing Technology to the People' এই স্লোগানের আড়ালে প্রতারণার সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটায় এ বছর বিজনাস ডট কম। নামে কম্পিউটার এডুকেশন হলেও নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ব্যবসায় ক্রেতাদের টাকা পয়সা লুটপাট করে নেয় তারেক-তাহের চক্র। প্রতারণার শিকার হয় মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটসহ স্কুল-কলেজের অসংখ্য তরুণ-তরুণী। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ধারাবাহিক রিপোর্টে পরে গ্রেপ্তার হয় তারেক ও তাহির। বন্ধ হয় জমজমাট প্রতারণা ব্যবসা। কিন্তু ইতিমধ্যে সর্বশ্বান্ত হয় অনেকেই।

ট্রেনিং সেন্টার হ্রাস এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

কম্পিউটার এডুকেশনের নামে কোচিং ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য শেষ হয় ২০০৪-এ। অনেক ট্রেনিং সেন্টার বন্ধ হয়ে গেছে, ব্যবসা গুটিয়ে নিতে দেখা গেছে অনেক ফ্রাঞ্চাইজ সেন্টারকে। শর্ট কোর্সের শর্ট ক্যারিয়ার বুঝে গেছে মানুষ। কম্পিউটারকে ঘিরে ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন পরিণত হয়েছে হতাশায়। কম্পিউটার সেন্টার বন্ধ হয়ে গেলেও বাড়ছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা। চার বছর মেয়াদি কম্পিউটার সায়েন্সে গ্রাজুয়েশন কোর্স করার সুযোগ আছে প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ার সুযোগ দিচ্ছে অনেক এডুকেশন সেন্টার। কম্পিউটার শিক্ষায় কোচিং যুগের পুনরাবৃত্তি ঘটছে কিন্তু নতুন মোড়কে।